যুগান্তর

MAY 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বয়স্ক শি[...]ু করা জরুরি

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই করুণ। দেশের এখনও অনেক গ্রাম আছে যেখানে প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সারাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৭৫ হাজার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা গড়ে ৩ জনেরও কম। একজন শিক্ষককে গড়ে ৭০ জন, অধিকাংশ ক্লাসে ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর মোকাবিলা করতে হয়। দেশের মোট জনসংখ্যা ১২ কোটিরও অধিক কিন্তু ছয় বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের নিরক্ষর শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি, যা জাতির জন্য খুবই দুঃখজনক। দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। এদিকে ২০০৬ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ নেই। এমনকি দেশে এখনও অনেক প্রাইমারি স্কুল রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে– সেগুলোর সংস্কার কাজ খুবই জরুরি। কিন্তু আশার কথা হল সরকার ইতিপূর্বে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার ফলে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিশুদের উপস্থিতি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর ফলে স্কুলগুলো বাড়তি চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। এই অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যেসব গ্রামে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে সরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্কদের শিক্ষাদানের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। ইতিপূর্বে গণশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল কিন্তু তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারকে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য প্রতিটি গ্রামে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা দরকার। এক্ষেত্রে গ্রামের অশিক্ষিত কৃষক সমাজকে শিক্ষিত করার জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রমে যদি ঋণ বা ভাতা প্রদান করা হয় তাহলে এর গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে যেমনটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বয়স্ক শিক্ষাকে যদি তেমনি বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা সম্ভব।

এম শরীফুল ইসলাম খান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়

বরিশালের বাকেরগঞ্জের উত্তমপুর একটি স্বনামধন্য গ্রাম। এখানকার জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত। ফলে তাদের পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন অজ্ঞতার কারণে ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠছে এই এলাকা। অথচ এখানে নেই কোন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। ফলে এই গ্রামের বয়স্করা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত এই এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও বহুদিন ধরেই স্কুলটিতে শিক্ষক সংকট চলছে। তাই ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এতে প্রাথমিক শিক্ষাও ব্যাহত হচ্ছে।

নাজনীন সালমা
উত্তমপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল